MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi

evsjv‡`k, XvKv|

Òe½eÜz †kL gywReyi ingvb I gyw³hy×‡K RvwbÓ

wbe©vwPZ cÖkœgvjv-1

gyw³‡hv×vi mvÿvrKvi

(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wUK wPý (√) w`‡Z n‡e)

(K) we`¨vj‡qi bvgt KvjxMÄ Kwig DwÏb cvewjK cvBjU D”P we`¨vjq

GjvKv/MÖvg- ˆeivZx, \_vbv/Dc‡Rjv- KvjxMÄ, †Rjv- jvjgwbinvU, AÂj-রংপুর ।

(L) mvÿvrKvi MÖn‡Y mnvqZvKvix wkÿ‡Ki bvgt মোঃ বদলুল আলম জাদু , †gvevBj bs-

(M) mvÿvrKvi MÖnYKvix wkÿv\_©x‡`i cwiPqt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| µt bs | bvg | kvLv | ‡ivj | ‡hvMv‡hv‡Mi wVKvbv | ‡hvMv‡hv‡Mi ‡dvb b¤^i |
| 1 | মোঃ নিয়াজ উল ইসলাম | ক | ৩৮ | শ্রুতিধর, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট  |  |
| 2 | বর্ণব রায় | ক | ০৯ | কাশিরাম, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট  |  |
| 3 | মোঃ মিরাজুল ইসলাম | ক | ২৭ | মদাতি, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট |  |
| 4 | মোঃ রিয়াদুজ্জামান | ক | ৪০ | বৈরাতি, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট |  |
| 5 | মোঃ রিয়াজ  | ক | ১৫ | শ্রুতিধর, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট |  |
| 6 |  মোঃ রাকিবুল হাসান | ক | ৩২ | বৈরাতি, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট |  |
| 7 | বিকাশ রায় | ক | ৪৪ | শ্রীখাতা,কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট |  |
| 8 | মোঃ হানিফ বাবু | ক | ৪৮ | বাগডোহরা, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট |  |
| 9 | মোঃ বরকত উল্লাহ | ক | ০৯ | কাশিরাম, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট  |  |
| 10 | বিকাশ সর্মা  | ক | ৬৬ | উঃ ঘনেশ্যাম, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট |  |

(N) mvÿvrKZvi cÖ`vbKvix gyw³‡hv×vi bvgt মোঃ আব্দুস সালাম

 wcZvi bvg- মৃতঃ জসিম উদ্দিন

 gvZvi bvg- মৃতঃ সাহেরন নেছা

 RvZxq cwiPqcÎ b¤^i(hw` \_v‡K) **৫২১৩৯৯৫৫৮৭৬৪৭**

, †gvevBj b¤^i(hw` \_v‡K)-

 Rb¥ ZvwiL- ২৪-০৬-১৯৫৫, eqm- 6৪ , ag©- Bmjvg, wj½- cyiæl|

 eZ©gvb wVKvbv- GjvKv/MÖvg- Kvkxivg, \_vbv/Dc‡Rjv- KvjxMÄ, †Rjv- jvjgwbinvU|

 ¯’vqx wVKvbv- GjvKv/MÖvg- Kvkxivg, \_vbv/Dc‡Rjv- KvjxMÄ, †Rjv- jvjgwbinvU|

(O) mvÿvrKvi MÖn‡Yi ZvwiL I mgq- 09/09/2019, `ycyi- ১০.15 NwUKv

(P) mvÿvrKvi MÖn‡Yi ¯’vb- gyw³‡hv×vi wbR evm¯’vb

**কালীগঞ্জ করিম উদ্দিন পাবলিক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়**

**কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট ।**

শিরোনামঃ Òe½eÜz †kL gywReyi ingvb I gyw³hy×‡K RvwbÓ।

আমাদের দলের নাম প্রজন্ম-৭১ ।
গত সপ্তাহে আমাদের প্রধান শিক্ষক জনাব খুরশীদুজ্জামান আহমেদ স্যার বলেছিলেন তোমরা যারা এবছরে সপ্তম শ্রেণিতে পড়, তারা অত্যন্ত ভাগ্যবান কারন তারা একটি বিশেষ কাজে অংশ নেয়ার সুযোগ পাবে যা তাদের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে স্থান পাবে । স্যারের সে কথারই অংশ হিসেবে ৩/৪ দিন থেকে নানা প্রস্তুতি চলছে , আমাদের ক্লাসের বাংলা শিক্ষক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা গুলি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক নম্বরের অংশ হিসেবে একটি অভাবনীয় কাজের সুযোগ পাচ্ছি। সত্যিই আমরা ভাগ্যবান। আমরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়েছি । বীর শ্রেষ্ঠদের নামে ও মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক সাল দিয়ে দলের নাম করণ করা হয়েছে। আমাদের দলের নাম প্রজন্ম-৭১ ।

শরৎ মানে – আকাশে সাদা মেঘ
শরৎ মানে- সূর্যের লুকোচুরি
শরৎ মানে – সাদা সাদা কাশফুল
এ রকম শরৎ এর একটি দিনের কথা-
আমরা প্রজন্ম-৭১ দলের সদস্যরা সকাল ৯ টা মধ্যে পৌছে গেলাম বিদ্যালয়ে । মুলত স্বাধীনতা শব্দটি আমরা শুধু ই্তিহাসের পাতায় পড়েছি । মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শুধু ইতিহাসেই জেনেছি । কখনো মুক্তি যোদ্ধাদের সাথে সাক্ষাৎ এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে জানার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি । তাই আমাদের মনে এখনও বাসা বেধে আছে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে থেকে মুক্তিযোদ্ধাকে জানার ইচ্ছা । শরৎ এর সেই দিনটা যেন সৌভাগ্য হয়ে চলে এলো আমাদের কাছে । আমরা আমাদের ইচ্ছাকে পূরন করার লক্ষ্যে প্রিয় বদলুল আলম জাদু স্যারের নেতৃত্বে সারিবদ্ধভাবে স্কুল ব্যাগ কাধে করে ভিডিও করার ট্রাইপড ও ক্যামেরা হাতে চলেছি কাশিরাম গ্রামের মেঠোপথে , লাইন ধরে হেটে যাওয়ায় পথের অন্য সবাই যখন আমাদের দিকে বেশ উৎসাহ নিয়ে দেখছিল, তখন খুব ভাল লাগছিল ।

কিছুদূর যাবার পর জাদু স্যার এবারে হাত উচুকরে দেখিয়ে দিলেন ঐ বাড়িটি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আব্দুস সালাম মহোদয়ের বাড়ী । অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমারা সেখানে পৌঁছে গেলাম। তিনি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন , মনে হল তিনি যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তাকে সালাম দিয়ে প্রবেশের অনুমুতি নিলাম । তারপর আমরা ভিতরে প্রবেশ করে তাকে সবাই মিলে সামরিক কায়দায় স্যালুট জানালাম এবং একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মাননা স্মারক তার হাতে তুলে দিলাম । তিনি আমাদের আচরনে খুব খুশি হলেন । এবং আমাদের হাসি মুখে কথা বললেন । এরপর আমাদের মুল আলোচনা শুরু করলাম - তিনি অত্যন্ত সহজভাবে আমাদের প্রশ্নের উত্তর গুলি দিলেন -

আমরা তার কাছে জানতে পারলাম ১৯৭১ সালের আগে বাংলাদেশ ছিল পরাধীন । তখন বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের অংশ । পাকিস্তান দুইটি অংশে বিভক্তছিল। একটি পূর্ব পাকিস্তান এবং অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান । বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল । পাকিস্তানের সব ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভোগ করতো । তারা সবসময় পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বৈষম্য করত । বাঙালীরা সবসময় অন্যায় অত্যাচার আর যুলুমের স্বীকার হতো । পশ্চিম পাকিস্তানের এই শোষন ও শাসন থেকে মুক্তিরে জন্য বাঙালীরা ঝাপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা লাভ করে মহান স্বাধীনতা । এই স্বাধীনতার লাভের পেছনে যিনি প্রধান ভুমিকা পালন করেন তিনে হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই একজন সাহসী , প্রতিবাদী ও দেশপ্রেমীক ছিলেন । ছোটবেলা থেকেই তিনি একজন দক্ষ সংগঠকও ছিলেন । রাজনীতিতে প্রবেশ করার কিছুদিন পর তিনি ১৯৫৪ সালে সংসদ সদস্য নিবার্চিত হন ।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থানীরা কোন ভাবেই নির্বাচিত সদস্যদের ক্ষমতা দেয় না, এর পর সামরিক শাসন আসে , নানা অত্যাচার শুরু হলে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা উত্থাপন করেন , যাকে মুক্তির সনদ বলা হয়। এর পর ১৯৭০ সালে বিপুল ভোটে করেও পাকিস্থানীরা ক্ষমতা দেয় নাই।

তখন বঙ্গবন্ধু বাঙালী জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করার জন্য ৭ ই মার্চের ভাষন দিলেন ।

তিনি বলেন -
“ তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়েই শক্রর মোকাবেলা কর “
তিনি আরও বলেন-

“ এবারের সংগ্রাম আমাদের ‍মুক্তির সংগ্রাম , এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম”

তার ভাষনে উদ্বুদ্ধ হয়েই এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা লাভ করে, অথচ ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এদেশের শত্রুবাহিনীরা স্বপরিবারে হত্যা করে । বাংলাদেশ হারিয়ে ফেলে তার স্হপতিকে । বাঙ্গালী জাতি হারিয়ে ফেলে তাদের মহান নেতাকে । মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান চিরকাল স্বর্নাক্ষার লেখা থাকবে । এসব বেদনায় জড়িত কথা শুনে আমাদের যবার চোখে কান্নায় ছলছল করেছিল ।

১ম সম্মানা পাওয়ার অনুভুতি
আমরা তাকে তার সম্মানানা পদক হাতে তুলে দেওয়ায় তিনি বলেলেন এই মুহুর্তে আমার চোখের পানি এসেছে । তোমাদের মতো কোমলমতি শিশুদের হাত থেকে সম্মাননা পাওয়ার আনন্দে আমার চোখে পানি এসেছে ।

তার এসব বেদনায় জড়িত কথা শুনে আমাদের যবার চোখে কান্নায় ছলছল করেছিল । আমরা সবাই চলে গিয়েছিলাম ১৯৭১ এর সেই বেদনায়য় দিনগুলোতে । আমাদের হৃদয়টা কেপে উঠেছিল । সেই দুঃখ আর বেদনাময় মন নিয়ে আমরা ফিরে এলাম বিদ্যালয়ে । আমরা মনেকরি , আজকের এই দিন আমাদের এমন কিছু জানাল সেটা কোনদিন ভুলবার মতো নয় ।